ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

জন্মদিনে দীপিকার যে উপহারে আত্মহারা রণবীর!
পৃঃ ৫

বুমরাহকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য স্বীকৃতি দিতে রাজি কোহলি
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯০ ● কলকাতা ● ২৮ আষাঢ়, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১৩ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পুলিশের হেফাজতে থেকেই যদি এমন রণংদেহি মেজাজ হয়,
তাহলে বাইরে থাকাকালীন কী কী করতেন জয়ন্ত!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আপাতত তিনি জেলবন্দি! তবে তাঁর দাপট এতটাই যে জেলবন্দি এই 'ডন' সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আড়িয়াদহের মৌসুমী মোড়ের বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার দেখে নিচ্ছিলেন, আশেপাশে কেউ আছেন কিনা! আতঙ্কে নিজেদের নামও বলতে চাননি। প্রসঙ্গত, জয়ন্ত গ্রেফতার হওয়ার পরই দমদমের সাংসদ সৌগত রায় এবং কামারাহাটির বিধায়ক মদন মিত্রর কাছে এসেছে হুমকি ফোন। অবিলম্বে তাঁকে জেল থেকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা না করা হলে গুলি করে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, জয়ন্তর মাথায় এমন কার আর্শীবাদ রয়েছে, যে কারণে পুলিশি হেফাজতেও তার এমন ঔদ্ধত্য?কুখয়াত জয়ন্ত সিংয়ের দাপটের বহর কেমন, শুক্রবার তা চাক্ষুষ করলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। কামারহাটির তালতলা ক্লাবে তালিবানি কায়দায় অত্যাচারের যে ভিডিও (দ্য ওয়াল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)) সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, শুক্রবার ধৃত জয়ন্ত সিংকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ওই ক্লাবে যান তদন্তকারীরা। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ জয়ন্তকে ক্লাব থেকে বের করার সময় তাকে ঘিরে ধরে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। অভিযোগ, পুলিশ হেফাজতে থাকা জয়ন্ত রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের।

পুলিশের সামনেই জয়ন্তর এহেন ঔদ্ধত্য আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। অনেকের মতে, পুলিশের হেফাজতে থেকেই যদি এমন রণংদেহি মেজাজ হয়, তাহলে বাইরে থাকাকালীন কী কী করতেন জয়ন্ত! শুধু ধাক্কা দেওয়াই নয়, পুলিশের গাড়িতে ওঠার পরও সাংবাদিকদের উদ্দেশে পাল্টা প্রশ্নও ছুড়ে দেন। মেজাজের

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে
'কড়া' বার্তা রাজ্যের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোট সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই সরকারি জমি পুনরুদ্ধার নিয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে কড়া বার্তাও দিয়ে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। এবার নবান্নর তরফ থেকে জারি করা হল নয়া নির্দেশিকা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যা বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিএলআরও-দের ভূমিকা নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। যা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়ে যায়। এরপরেই চোখে পড়ে তৎপরতা। নবান্ন সূত্রে জানা জাচ্ছে,নানান জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই বিএলআরও এবং রেভিনিউ অফিসারদের এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি জমি দখল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়াকড়ির পর থেকে একাধিক 'অ্যাকশন'

এরপর ৩ পাতায়

চন্দ্রকোনাতে গড়ে উঠতে চলেছে
সৌরভ গাঙ্গুলীর ইস্পাত কারখানা

বেবি চক্রবর্ত্তী, মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোডে ডুকিতে গড়ে উঠতে চলেছে সৌরভ গাঙ্গুলীর ইস্পাত কারখানা। সূত্রের খবর গড়বেতার চন্দ্রকোনা রোডে ফিল্ম সিটি তৈরির জন্য বরাদ্দ প্রায় ৩০০ একার জমি রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমকে রাজ্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর হস্তান্তর করছে। এই জমিতে গড়ে ওঠার কথা ছিল ফিল্ম সিটি যা উদ্বোধন করে গেছিলেন শাহরুখ খান। এই জমির ব্যাপারে শিলমোহর দিতে আজ বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাদ্রিদ সফরে গিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী বাংলায় ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার ঘোষণা করেছিলেন। সেই কারখানার শালবনীতে হবে বলে জানা গিয়েছিল। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু জটিলতা দেখা দেওয়ায় সৌরভ গাঙ্গুলী মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় কারখানার জন্য স্থান পরিবর্তন করেন জুন মাসে এবং তারপরেই ঘোষণা করেন শালবনির জায়গায় কারখানা তৈরি হবে গড়বেতায়।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

রত্ন ভান্ডার খোলার প্রস্তুতি চলছে

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে

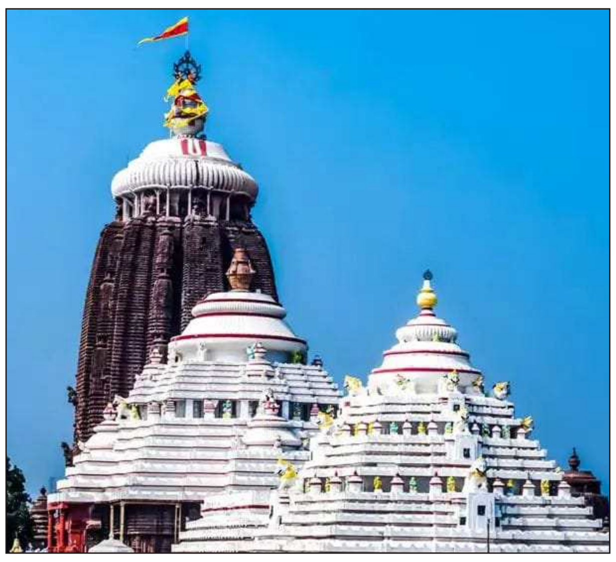

ওড়িশা: নিউজ সারাদিন : ওড়িশার পুরীতে ভগবান জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভান্ডার খোলার প্রস্তুতি চলছে। হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মন্দিরের কোষাগার খোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।১৪ জুলাই প্রায় চার দশক পর খুলবে রত্নভান্ডারের দরজা। এর দরজা শেষবার ১৯৮৫ সালে খোলা হয়েছিল কিন্তু তখন শুধুমাত্র মেরামত করা হয়েছিল। রত্ন ভান্ডারে গুপ্তধনের হিসাব শেষবার নেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ সালে।

পাশাপাশি ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে, যখন মন্দির প্রশাসন রত্ন ভান্ডারের ভিতরের কক্ষটি খোলার চেষ্টা করেছিল, তারা চাবিটি খুঁজে পায়নি। হারিয়ে যাওয়া সেই চাবি নিয়ে বিতর্কের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ওড়িশার রাজনীতি। এ বছর অনুষ্ঠিত ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনেও এই বিষয়টি একটি ইস্যু হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি তৎকালীন নবীন পট্টনায়েক সরকারের বিরুদ্ধে 'তামিলনাড়ুতে চাবি পাঠানোর' অভিযোগ তুলেছিল সূত্রের খবর। এবার দেখার বিষয় হল যে এই বিষয়টি এখন কতটা বাস্তবায়িত হয়! সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে

শহবে ভিভিআইপি সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চার হাত এক হবে অনন্ত-রাধিকার। শহরে আসতে শুরু করেছে অতিথিরা। এদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সকাল থেকে বর্ষণ চলছে মুম্বইয়ে। জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। যার জেরে রাস্তায় জল সমার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু এরই মাঝে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে আবহাওয়া। বাণিজ্য নগরীর আকাশে এখন কালো মেঘের ঘনঘটা। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগে থেকেই তার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে শহরে। তার জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে ট্রাফিক পুলিশ। একাধিক রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কোন কোন রাস্তায় জল জমতে পারে তার জন্য আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছে।এদিকে আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহবে ভিভিআইপি সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে। হলিউড-বলিউট থেকে শুরু করে তাবর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আসতে শুরু করে দিয়েছে আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে।বাণিজ্য নগরি আজ ভিভিআইপি সমাবেশে একেবারে ভর্তি।

একে একে বিদেশি অতিথিদের বিমান আসতে শুরু করে দিয়েছেন। কিম কার্দাশিয়ান, রেমা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন আসার কথা রয়েছে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ডেভিড বেকহ্যাম সহ একাধিক তারকার। অন্যদিকে আবার শাহরুখ খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাস পৌঁছে গিয়েছেন। বলিউড-হলিউড তারকারা ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানে।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন। লালু প্রসাদ যাদব, অখিলেশ যাদব সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতা আসতে শুরু করে দিয়েছেন। অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নাকি উপস্থিত থাকবেন আম্বানিদের বিয়েতে। কাজেই একেবারে চাঁদের হাট বসতে চলেছে এখানে।

বিধ্বংসী আগুন ছড়িয়ে পড়ে

পর পর তিনটি দোকানে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দমকল

বেবি চক্রবর্ত্তী, পশ্চিম মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পর পর তিনটি দোকানে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বালিচক লকগেট সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

একটি দোকানে আগুন লাগার ফলে আশপাশের দোকান গুলিতে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এলাকার মানুষ। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন তবে শেষ পর্যন্ত দমকল আসে।কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে ভোরবেলায় আগুন লাগায় হতাহতের কোন খবর না পাওয়া গেলেও, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর।

মুম্বাইয়ে অনন্তের বিয়েতে মুকেশ আম্বানি উত্তরীয় পরিয়ে

স্বাগত জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

বেবি চক্রবর্ত্তী, মুম্বাই: নিউজ সারাদিন : অনন্ত আম্বানির বিয়েতে বিশেষ অতিথির তালিকায় রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা'কে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানালেন রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানি। ছোট ছেলের বিবাহ অনুষ্ঠানের আবহে সৌজন্যের সম্পর্ক আরও একবার ঝালিয়ে নিলেন উভয়েই। বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা মুম্বইয়ে নেমেই তিনি চলে যান মুকেশ আম্বানির সঙ্গে দেখা করতে। ছেলের বিয়ের হাজারও রীতিনীতি সামলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান আম্বানি। তাঁর পরনে ছিল ঘি-সাদা রঙের ট্র্যাডিশনাল কুর্তা -পাজামা -জ্যাকেট। মমতাকে উত্তরীয় পরিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান আম্বানি। মুকেশ আম্বানির মুখের হাসির ঝলক দেখেই বোঝাই গেল যে তিনি 'দিদি'র আগমনে কতটা খুশি হয়েছেন এই শিল্পপতি। তবে শুক্রবার সন্ধায় অনন্ত-রাধিকার রাজকীয় বিয়েতে একঝাঁক সেলিব্রিটির মাঝে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে রইল সকলে। শুধু আম্বানিপুত্রের বিয়ে উপলক্ষে যোগ দিতে নয়, সংক্ষিপ্ত মুম্বই সফরে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর। এটা নতুন কিছু না একগুচ্ছ রাজনৈতিক কর্মসূচি সামলানো।

এদিন মুম্বাইয়ে ঠাকরে পরিবারের উদ্ধব ঠাকরে এবং পওয়ার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি সূত্রের খবর। শুক্রবার বিকেলে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎপর্ব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ কাছে ,আড়াইশ কোটি টাকা

এখনও তাদের কাছে পড়ে আছে,কাজ করছে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য সরকারি দফতরগুলোতে ঢুকলেই বাঁধাধরা একটা ঘ্যান ঘ্যান শুনতে পাওয়া যায়। তা হল্ল'টাকা নেই, কাজ হবে কোথা থেকে? কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না!'তবে নবান্নর পাল্টা প্রশ্নও রয়েছে। ভোটের জন্য কাজ কিছুটা থমকাতে পারে ঠিকই। কিন্তু ওই টাকা কোন কোন খাতে খরচ করা হবে তার পরিকল্পনাও কি করা হয়েছে?

জানা গিয়েছে, সোমবার এ ব্যাপারে জেলা শাসকদের থেকে কৈফিয়ত চাইবেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব পি উলগানাথন। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বিষয়টি ইতিমধ্যে জানিয়ে রেখেছেন। জেলা পরিষদগুলোর ঢিলেমি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও বিরক্ত। সোমবারের বৈঠকে তাঁর পরামর্শমতই জেলা গুলির থেকে একটা টাইমলাইন চাইতে পারে পঞ্চায়েত দফতর। যাতে সময় বেঁধে এবার কাজ হয়।

রাজ্যের অর্থ সংকটের কথাও ষোল আনা সত্যি। কিন্তু নবান্ন সূত্রের মতে, এও ঘটনা যে, নিচুতলায় অনেকেই ঠিক মতো কাজ করছেন না। টাকা থাকলেও না। বিশেষ করে জেলা পরিষদগুলো এ ব্যাপারে একেবারেই অকম্মা বলে ওই সূত্রের দাবি। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এঁদের বকাবকি করে ক্লান্ত! সোমবার তাই বৈঠক ডাকা হয়েছে শরৎ সদনে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ মাফিক প্রতি বছরই নির্দিষ্ট কিছু টাকা পায় জেলা পরিষদগুলো। জেলা পরিষদের অধীনে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই সব কাজ হয়। কোথাও নলকূপ নেই, কোথায় গ্রামের রাস্তা বানাতে হবে ইত্যাদি। গ্রাম ও প্রান্তিক এলাকার মানুষের সুরাহার জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়। হিসাব মতো চলতি আর্থিক বছরে এই খাতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে জেলা পরিষদগুলোকে। কিন্তু কেউ ২০ শতাংশ টাকা খরচ করেছে তো কেউ ১৫ শতাংশ। এমনও জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে যারা ৫ থেকে ১০ শতাংশ টাকা মাত্র খরচ করেছে। বাকি টাকা যে কে সেই পড়ে আছে। পরিণামে গ্রাম ও প্রান্তিক এলাকার মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না।যেমন ধরা যাক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। তারা পেয়েছে ৩৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু খরচ করেছে মাত্র ৯৫ কোটি টাকা। আড়াইশ কোটি টাকা এখনও তাদের কাছে পড়ে আছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাতে পড়ে আছে ১৭৭ কোটি টাকা। আবার হাওড়া জেলা পেয়েছে ১২১ কোটি টাকা। কিন্তু খরচ করেছে মাত্র ৩২ কোটি টাকা। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের হাতেও আড়াইশ কোটি টাকা পড়ে আছে। নদিয়া, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো জেলাতে গড়ে ১০০ কোটি টাকার বেশি করে পড়ে আছে।

ঘটনা হল, জুলাই মাসে এই খাতে পঞ্চদশ অর্থকমিশনের সুপারিশ মতো আরও ১৮০০ কোটি টাকা ঢোকার কথা। কিন্তু আগের টাকা খরচ করতে না পারলে নতুন বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রও কৈফিয়ত চাইবে। যা খুবই স্বাভাবিক। অথচ তাতে নবান্নের ব্যর্থতা নেই। একটা বাহানা রয়েছে। তা হল, ভোট কারণে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। তিন মাস কোনও কাজ করা যায়নি। তাই এত টাকা পড়ে আছে।

তবে নবান্নর পাল্টা প্রশ্নও রয়েছে। ভোটের জন্য কাজ কিছুটা থমকাতে পারে ঠিকই। কিন্তু ওই টাকা কোন খাতে খরচ করা হবে তার পরিকল্পনাও কি করা হয়েছে?

অগ্নিবীরদের জন্য

বড় ঘোষণা করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বেবি চক্রবর্তী, দিল্লী: নিউজ সারাদিন : ২০২২ সালে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এই প্রকল্পে প্রতিবছর ৪৫ থেকে ৫০ হাজার সেনা জওয়ান নিয়োগ করা হয়। নিযুক্তরা চার বছর পর অবসর নেবেন। এদের মধ্যে ২৫ শতাংশকে আরও ১৫ বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। প্রকল্প ঘোষণার পরেই দেশজুড়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। হিংসাত্মক আন্দোলনের জেরে গ্রেপ্তার করা হয় বেশ কয়েকজন কর্মপ্রার্থীকে।২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে এই 'অগ্নিপথ' প্রকল্পকে সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করে কংগ্রেস। যার প্রভাবও পড়ে একাধিক রাজ্যে। রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যে ভালোমতো ধাক্কা খায় গেরুয়া শিবির। উত্তরপ্রদেশ, বিহারে বিজেপির ধাক্কার নেপথ্যেও অন্যতম ইস্যু ছিল এই 'অগ্নিবীর' প্রকল্প। সেটা আন্দাজ করতে পেরেই কেন্দ্রের তরফে অগ্নিপথ নিয়ে মানুষের অসন্তোষের কারণ নিয়ে তথ্যতালাশ শুরু করে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। সূত্রের দাবি, ফের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে দায়িত্ব পেয়েই রাজনাথ সিং সেই অসন্তোষ মেটাতে উদ্যোগ নেন। লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কা খেতেই অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে বড়সড় ঘোষণা কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং আধাসেনায় ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করল কেন্দ্র। সিআইএসএফ, বিএসএফ সিআরএফে ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ চালু করা হবে।

ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে

৬০০০ দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ডিজিটাইজেশান

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন: ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে হাওড়ার সাবেক চতুষ্পাঠীতে থাকা প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তা ডিজিটাইজ করার কাজ শুরু হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে মহাভারতের উপর অর্জুন মিশ্রের সম্পূর্ন টীকা, জয়দেবের রতিশাস্ত্রের মতো বহু দুষ্প্রাপ্য ও অমুদ্রিত পুঁথি। এগুলির ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হলে গবেষকদের কাজের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে জানা যায়।

হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজে

এই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম সহ-সভাপতি তথা পুঁথি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা ড. রত্না বসু।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, এখানে রামায়ণ ও মহাভারত তো রয়েইছে এছাড়াও রয়েছে দর্শন, ব্যাকরণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় হাজার ছয়েক পুঁথি। সেগুলি ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন, "শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার, পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন ও গবেষণা করে আসছি। এক্ষেত্রেও আমরাই এগিয়ে এসেছি এইসব পুঁথি সংরক্ষণে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী ও ডঃ রত্না বসুর তত্ত্বাবধানে ওজন ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে।

ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার থেকে তিনটি স্টিলের আলমারিও এই কাজের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

লক্ষ্য এই প্রাচীন পুঁথিগুলিতে যা রয়েছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভবিষ্যতে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের তরফ থেকে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে, যেখানে পাঠক ও গবেষকরা পুঁথিগুলি পড়তে পারবেন। রত্না বসু বলেন, এই উদ্যোগ প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডক্টর নির্মাল্য নারায়ন চক্রবর্তী বলেন,তিন বছরের মধ্যে এই ৬০০০ পুঁথি সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশানের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

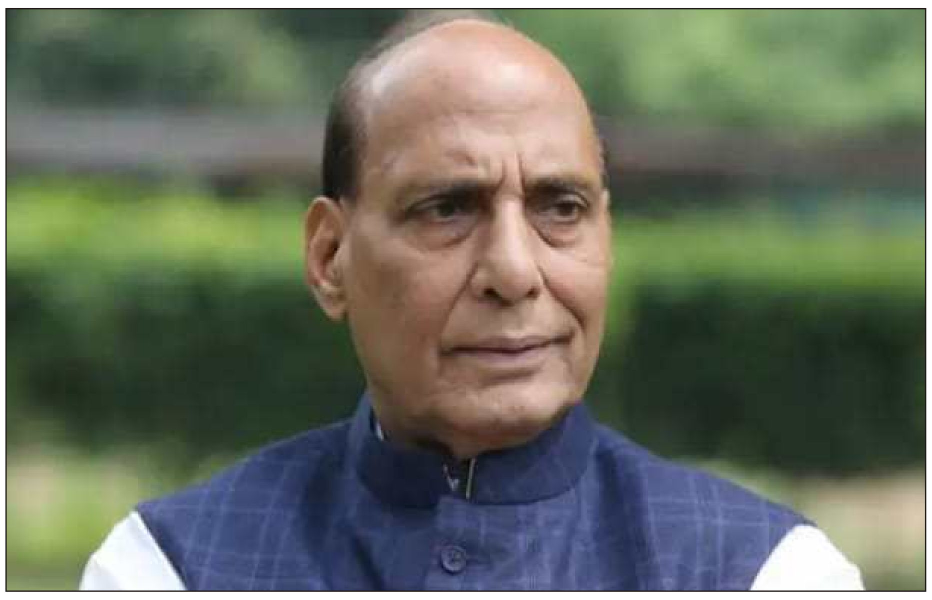

দিল্লী: নিউজ সারাদিন : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রাজনাথ সিংয়ের হঠাৎ পিঠে যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়ার পরিবারের তরফ থেকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, একজন নিউরো সার্জনের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে, তবে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

পুলিশের পরিবারকে

মেরে দেওয়ার হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক , আইসি ও এক তদন্তকারী অফিসারকে ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। তদন্তে কাঁথি থানার পুলিশ। গত কয়েকদিন রাজ্যে চলছে রাজনৈতিক নেতাদের ফোনে হুমকি! কাঁথি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও কাঁথি থানায় কর্মরত এক অফিসারের কাছে এল হুমকি ফোন। কাঁথি থানায় একটি লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁর কাছে দু'বার দুটি নম্বর থেকে ফোন এসেছিল। ফোনের কথোপকথনও রেকর্ড করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া অভিযুক্তের নাম মহম্মদ নিয়ামুল হুদা। মুর্শিদাবাদের সালারের বাসিন্দা সে। কাঁথির কোনও মামলায় ধরা হয়েছিল তাকে । সমগ্র ঘটনা জানিয়ে কাঁথি থানায় একটি লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি তদন্ত চলছে।

বহরমপুরে তাঁর পরিবারকেও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

হুমকি ফোন পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন কাঁথি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস। বাকি হুমকি তালিকায় রয়েছে কাঁথি থানার আইসি প্রদীপ কুমার দান ও থানার সাব-ইন্সপেক্টর গোলাম মুস্তাফা। ৮ জুলাই পৃথক দুটি নম্বর থেকে হুমকি ফোন আসে এসডিও-র কাছে।

১-ম পাতার পর

সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে 'কড়া' বার্তা রাজ্যের

নেওয়া হয়েছে। এবার এমন বিএলআরও-দের কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য। সম্প্রতি কলকাতার বিএলআরও সহ এক ধাক্কায় ১৮০ জনেরও বেশি বিএলআরও-র বদলির নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। কয়েকজনকে আবার কম গুরুত্বপূর্ণ পদেও বদলি করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফ থেকে নানান জেলায় বদলি সংক্রান্ত এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ১২ জুলাইয়ের মধ্যে ট্রান্সফার হওয়া বিএলআরও-দের রিলিজ করতে হবে। অর্থাৎ শুক্রবারের মধ্যে তাঁদের রিলিজের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন জানা যাচ্ছে, কলকাতার বিএলআরও-র পাশাপাশি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ সব জেলার বিএলআরও-দের নাম এই বদলির তালিকায় রয়েছে। সেই সঙ্গেই রেভিনিউ অফিসারদের ট্রান্সফারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে। ওয়াকিবহাল মহলের কথায়, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের অধীনে এটি সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় বদলি।

১-ম পাতার পর

পুলিশের হেফাজতে থেকেই যদি এমন রণংদেহি মেজাজ হয়, তাহলে বাইরে থাকাকালীন কী কী করতেন জয়ন্ত!

সুরে জয়ন্ত বলেন, "এত প্রশ্ন করছেন কেন? যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে কি আমাকে দেখা গেছে?"

আড়িয়াদহে মা ও ছেলেকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই সামনে আসে জয়ন্ত সিংয়ের কীর্তির সাতকাহন। অভিযোগ, শাসকদলের আশীর্বাদেই এলাকায় দাপট জয়ন্ত ও তাঁর শাগরেদদের। চাপের মুখে পড়ে সম্প্রতি পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করে। তারপরই কামারহাটির তালতলা ক্লাবে তালিবানি কায়দায় অত্যাচার-সহ একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়।

পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলিতে জলপথ পরিবহণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে

ভারত সফরে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশী প্রতিনিধিদল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ১৩ সদস্যের বাংলাদেশী প্রতিনিধিদল ৯-১২ জুলাই, ২০২৪-এ ছয় দিনের ভারত সফরে। পূর্ব উপকূলের ভারতীয় বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে এই সফর। বাংলাদেশের জাহাজ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী এস এম মোস্তাফা কামালের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলে আছেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ও বাংলাদেশ বন্দরের প্রতিনিধিরা। গত বছর ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ জাহাজ মন্ত্রকের সচিব স্তরের বৈঠক অনুযায়ী, এই প্রতিনিধিদল চেন্নাই, কৃষ্ণপত্তনম, বিশাখাপত্তনম, কলকাতা এবং হলদিয়া সফর করছে।

গত বছরের ওই বৈঠকে ৬ নম্বর আলোচ্যসূচির প্রস্তাব রাখে ভারত, যাতে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্ট এবং প্রোটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্র্যানজিট অ্যান্ড ট্রেড ব্যবহার করে ভারতীয় বন্দরগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশে পণ্য চলাচল করা যায়।

বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের সফরের উদ্দেশ্য, কারিগরি দিক, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং ভারতীয় বন্দরের পরিকাঠামো সম্পর্কে জানা। প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী হয়েছেন ভারতের তরফ থেকে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রকের আধিকারিকরা, ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডায়রেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস-এর আধিকারিকরা। বিভিন্ন বন্দরের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। ঢাকা এবং বিশাখাপত্তনমের মধ্যে রিভার ক্রুজ শুরু করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আইডব্লিউএআই-এর ডিরেক্টর, ট্র্যাফিক শ্রী এ কে বনসল প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন, আইবিপি রুটে ইতিমধ্যেই ক্রুজ পরিষেবা বর্তমান এবং তা বাংলাদেশ থেকে বিশাখাপত্তনম এবং অন্য পূর্ব উপকূলের রুটে চালু করা যেতে পারে। আইবিপি রুটে বাংলাদেশ থেকে হলদিয়া বা কলকাতায় পণ্য আনার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশী প্রতিনিধিদল ভারতীয় বন্দর ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানির কাজে কয়েকটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেছে, যার জবাবে ভারতের পক্ষ থেকে সার্বিক তথ্য দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং পোর্ট ক্লাং-এর তুলনায় ভারতীয় বন্দর ব্যবহার করলে বাংলাদেশী রপ্তানিকারকরা অতিরিক্ত কি সুবিধা পাবেন তাও জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধিদলটির আশা এই সফরের ফল ইতিবাচক হবে। তাঁরা কলম্বো, সিঙ্গাপুর, পোর্ট ক্লাং, চট্টগ্রাম, মংলা এবং পায়রা বন্দরের তুলনায় ভারতীয় পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি থেকে আমদানি-রপ্তানির তুলনামূলক খরচ, সময় ও অন্য বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। ভারতও কি ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানি হবে এবং কোন বন্দরে তা আসবে সে বিষয়ে জানতে চেয়েছে।

বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের প্রধান জানিয়েছেন, ঢাকায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে তথ্য, বিশ্লেষণগুলি এবং তুলনামূলক পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখা হবে। এরপর বাংলাদেশের জাহাজ মন্ত্রককে রিপোর্ট দেওয়া হবে এবং কূটনৈতিক স্তরে তা জানিয়ে দেওয়া হবে ভারতকে।

দু'পক্ষই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জলপথে যোগাযোগের নতুন যুগে প্রবেশ করার বিষয়ে আশাবাদী।

পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের এনসিসি ডায়রেক্টরেট ঘুরে

দেখলেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ আজ পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের এনসিসি ডায়রেক্টরেট ঘুরে দেখেন। কলকাতা ময়দানের এনসিসি প্রতিষ্ঠানে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, নির্দেশক ও এনসিসি আধিকারিক এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। মন্ত্রীকে জয়েন্ট সার্ভিস গার্ড অফ অনার দিয়ে সম্মানিত করে সেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার ক্যাডেটরা। ক্যাডেটদের তরফে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রদর্শন করা হয়। ক্যাডেটদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মন্ত্রী দেশ গঠনে তাঁদের নিঃস্বার্থ প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন। তিনি ক্যাডেটদের ভবিষ্যতে দেশ গঠনের নেতা হিসেবে দায়বদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

এছাড়াও প্রশিক্ষণ, সামাজিক কাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম ডায়রেক্টরেটের ভূমিকার প্রশংসা করেন। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি-র অতিরিক্ত মহানির্দেশক মেজর জেনারেল বিবেক ত্যাগী ক্যাডেটদের সাফল্যের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং মন্ত্রীকে ডায়রেক্টরেটের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত করেন। সুশৃঙ্খল ও দেশপ্রেমী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে এনসিসি ক্যাডেটদের ভবিষ্যতের বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করা হবে বলেও আশ্বাস দেন শ্রী সঞ্জয় শেঠ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা ১৩ জুলাই, ২০২৪ শনিবার ২৮ আষাঢ়, ১৪৩১

প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য

আমিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি : বাইডেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেকে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেছেন। দৃঢ়তার সঙ্গে জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি আরও একটি মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন ও জিতবেন।

১১ জুলাই বাইডেন বলেছেন, 'আমি মনে করি, প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য আমিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আমি তাকে (ট্রাম্পকে) একবার হারিয়েছি। আমি তাকে আবারও হারাব।'

৮১ বছর বয়সি বাইডেন হোয়াইট হাউসে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হওয়া সবচেয়ে প্রবীণ প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি উত্তরাধিকারের জন্য নয়, বরং যে কাজটি আমি শুরু করেছি তা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি।'

সপ্তাহ দুয়েক আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন বাইডেন। বিতর্কে মোটেও ভালো করতে পারেননি তিনি। মূলত এরপর থেকেই বাইডেনের বয়স ও স্বাস্থ্যে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে ডেমোর্ক্যাটরা। বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হেরে যেতে পারেন বলে ডেমোর্ক্যাটদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য বাইডেনের ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে।

সামরিক জোট ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে একটি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বাইডেন। সেখানে তিনি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার অবস্থান, স্বাস্থ্য, গাজায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ভুলে ইউক্রেনের প্রেসিডেনট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে তার রুশ শত্রু ভ্লাদিমির পুতিন বলে পরিচয় করিয়ে দেন। অবশ্য পরক্ষণেই তা শুধরে নেন তিনি। পরে সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন ভুল করে ট্রাম্পকে 'ভাইস প্রেসিডেন্ট' বলে উল্লেখ করেন। তবে তারপরও তিন আসছে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট দৌড়ে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

সম্পাদকীয়

বৃদ্ধ মানুষটির লড়াই বৃথা যায়নি

গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যে 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচীতে বার হয়েছিলেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় হুগলি জেলার আরামবাগ ব্লকের ভালিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর গাড়ির সামনে রাস্তায় শুয়ে পড়ে সেই কনভয় আটকেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নবকুমার গুপ্ত।

এরপর তিনি তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে আবেদন জানান। তাদের বাইরে যাওয়ার রাস্তাটি যদি করে দেওয়া যায়। সেখানে আশ্বাস পেলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি। ফের আবেদন জানান। কিন্তু কেউ কোনও সহযোগিতা করেননি তাঁকে। এমন কি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পর্যন্ত তাঁকে নিরাশ করে বলেছিলেন, এই রাস্তা করে দেওয়া হবে না। কেউ-ই পারবে না যদি না আমরা অনুমতি দিই। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও করে দিতে পারবেন না। এরপরই নবান্নে চিঠি লেখেন নববাবু। দিদিকে বলো-তে লেখেন। পর্যায়ক্রমে বিডিও, এসডিও, ডিএম, পঞ্চায়েত দফতর, গ্রামোন্নয়ন দফতর সহ একাধিক জায়গায় চিঠি লেখেন। তার উত্তরও পান। কিন্তু রাস্তা হয় না। উল্টে একদিন বিডিও তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, 'আপনার তো রাস্তা হয়ে গেছে। খাতায়-কলমে ৯ লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে।' যা শুনে বৃদ্ধ মাস্টারের মাথায় হাত পড়ে। এক ছটাক মাটিও পড়েনি। অথচ সেই টাকা পকেটস্থ হয়ে গিয়েছে নেতাদের। বিডিও-কে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। দেখা যায়, সত্যিই কোনও রাস্তা-ই হয়নি। এরপর আর কেউ খোঁজ নেয়নি। শেষে ছবি বদলালো অভিষেকের হস্তক্ষেপে। হল সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা।আর তাই অভিষেককেও ধন্যবাদ জানাচ্ছেন নববাবু।সেই ঘটনায় রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। অভিষেক সেই বৃদ্ধ মানুষটার কথা শুনে গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। জানতে পারেন যে গ্রামে ওই বয়স্ক মানুষটি থাকেন, সেই এলাকাটি মূল গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে যাতায়াতের জন্য কোনও রাস্তাই নেই। সেই কথা শুনে অভিষেক আশ্বাস দেন যে, খুব শিগগিরই রাস্তার কাজ হবে। এখন জানা যাচ্ছে, বৃদ্ধ সেই মানুষটির লড়াই বৃথা যায়নি। অভিষেকের চাপে হুগলি জেলা পরিষদ সেই গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।জানা গিয়েছে, আরামবাগ ব্লকের বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলুয়া গ্রামের গুপ্ত পাড়ার বাসিন্দা নবকুমার গুপ্ত। কিন্তু তিনি কংগ্রেসি। গ্রামের মূল রাস্তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। যাতায়াতের কোন রাস্তা-ই ছিল না। পুকুর পাড় দিয়ে, অপরের ভিটে বা জায়গা ডিঙিয়ে তাদের যেতে হত মূল রাস্তায়। বিভিন্ন সময়ে গালিগালাজও কপালে জুটেছিল। কিন্তু নিরুপায় হয়েই তাদের এইভাবেই যাতায়াত করতে হয়েছে। কার্যত স্বাধীনতার পর থেকে তাদের পাড়াটি ছিল সমস্ত দিক দিয়েই বঞ্চিত। বাম জমানায় তিনি লালপার্টির নেতাদের বলেছিলেন রাস্তা তৈরি করে দিতে। কিন্তু সেই কথা রাখা তো দূরে কথা, উলটে সিপিএমের নেতারা তাকে বলেছিলেন, কোনও কংগ্রেসির পাড়ায় রাস্তা করে দেওয়া হবে না। প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। কপালে জুটেছিল হুমকি। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল সরকার গঠিত হয়। একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন বৃদ্ধ মাস্টার।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

মানুষ মায়ের পেটে থেকে কিছু শিখে আসে না!জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এই পৃথিবীর বুকে বড় হওয়ার সময় তার বিবেক, বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে ।পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি। তাদের শিক্ষা এবং কর্ম আর ধৈর্য্য পাণ্ডিত্য জায়গায় নিয়ে গেছে, সমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চিরাচরিত ইতিহাস তাই বলছে।আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে। সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয় ,তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে।আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে।সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি । আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার।চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।সেই কারণে বিশ্বজুড়ে আজ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অনন্ত-রাধিকার বিয়েতে অতিথি কিম কার্দাশিয়ান-টনি ব্লেয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের অন্যতম শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি আর রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের ধুম যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। হাজার হাজার কোটি রুপি হাওয়ায় ওড়ানো এই বিয়ের মূল অনুষ্ঠান এবার শুরু।

বিয়ের চূড়ান্ত পর্বে অতিথির তালিকাতে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েলিটি শো তারকা কিম কার্দাশিয়ান এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও অতিথি তালিকায় আছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

কিম কার্দাশিয়ান তার বোন ক্লোয়েকে নিয়ে এরই মধ্যে মুম্বাই পৌঁছেছেন। তারা মুম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে থাকছেন। যেখানে কিম ও ক্লোয়েকে তিলক ও ফুলের মালা দিয়ে ভারতীয় রীতিতে স্বাগত জানানো হয়েছে।

এছাড়াও জন সিনা, মাইক টাইসন এবং জিন-ক্লদ ভ্যান ড্যামের মতো তারকাদেরও এই বিয়েতে থাকার কথা। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসকেও মুম্বইয়ে পৌঁছেছেন।

মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা সেন্টার (বিকেসি) এর জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী হিন্দু বৈদিক রীতিনীতি মেনে শুক্রবার (১২ জুলাই) সম্পন্ন হচ্ছে আম্বানি পরিবারের ছোট ছেলের বিয়ে। এরপর শনিবার, শুভ আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে উৎসব উদযাপন হবে। আর ১৪ জুলাই হবে রিসেপশন পার্টি।

জামিন পেলেও মুক্তি মেলেনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে। তবে তিনি এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ এই রায় দেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, ইডির দায়ের করা দিল্লির মদ নীতির মামলায় কেজরিওয়ালকে জামিন দেওয়া হলেও সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) একটি পৃথক মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ফলে সিবিআইয়ের মামলায় জামিন না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কারাগারেই থাকবেন। আগামী ১৭ জুলাই দিল্লি হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, কেজরিওয়াল গত ৯০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কারাভোগ করেছেন। যদিও তিনি নির্বাচিত নেতা, তবে তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকা বা না থাকার সিদ্ধান্ত তার ওপরই নির্ভর করবে।

প্রসঙ্গত, ইডির গ্রেফতারিকে বেআইনি দাবি করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কেজরিওয়াল, কিন্তু আদালত তা খারিজ করে দেয়। উচ্চ আদালতের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান কেজরিওয়াল। সুপ্রিম কোর্টে শুনানির শেষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেও কেজরিওয়ালের মুক্তি এখনও অনিশ্চিত।

গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে ইডি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায়, ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যাকে পদে থাকাকালীন গ্রেফতার করা হয়। লোকসভা নির্বাচনের সময় কিছুদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাওয়ার পর, মেয়াদ শেষে তিনি আবারও কারাগারে আত্মসমর্পণ করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত কেজরিওয়ালের স্থায়ী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেও ইডি সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে। ইডি হাইকোর্টে দাবি করে, কেজরিওয়াল আবগারি দুর্নীতিতে ১০০ কোটি টাকার ঘুষ চেয়েছিলেন। ফলে, ইডির আপিল মেনে হাইকোর্ট তার জামিন খারিজ করে দেয়।

এরপর কেজরিওয়ালকে কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদের পর, সিবিআইয়ের হেফাজতে নেওয়া হয়। সিবিআইয়ের হেফাজতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। এখন দিল্লি হাইকোর্টের ১৭ জুলাইয়ের শুনানির আগে কেজরিওয়াল মুক্তি পাচ্ছেন না।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বিদ্যাধরী নদী ও আঠারোবাকি নদীর তীরে দ্বীপ হেদিয়া হেদিয়াতে সে সময় জঙ্গল ছিল আর সেই জঙ্গল হাসিল করে নদীর তীরে বাঁধ এখানকার জোরদার জমিদার হয়ে উঠেছিল আমার পিতৃ পুরুষরা, তবে ইংরেজ শাসন কালে ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে সে সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেছিল। তার ফল পথে হয়েছিল সরদার পরিবার সকলকে। ছোটবেলায় আমার পিতা জ্যাঠামশাই অর্ধেক দিন অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

জন্মদিনে দীপিকার যে উপহারে আত্মহারা রণবীর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা রণবীর সিংয়ের জন্মদিন ছিল ৬ জুলাই। ৩৯ বছরে পা দিলেন তিনি। শিগগিরই বাবা হচ্ছেন রণবীর। তার বিশেষ এই দিনে মন ভালো করে দিলেন স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। জন্মদিনের সেরা উপহার বলে স্ত্রীকে জানিয়েছেন অভিনেতা, ছুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার চুম্বনও। এসব কিছু হয়েছে অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে। তারকা দম্পতির অনুরাগীরাও এ নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহী।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের 'সংগীত' অনুষ্ঠান হয়। সারা বিশ্বের বড় বড় তারকারা এসেছিলেন। কেউ এসেছিলেন অতিথি হিসেবে, কেউ আবার অনুষ্ঠান করতে। নিমন্ত্রিত ছিলেন রণবীর-দীপিকাও। সেই সন্ধ্যায় একটি ঝলমলে বেগুনি শাড়ি নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন দীপিকা, সঙ্গে রুপালি জরির কাজ। তাই নয়, দীপিকা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে টেনে খোঁপা করে নিয়েছিলেন অভিনেত্রী, গলায় মুক্তার চোকার। নিমন্ত্রণে যাওয়ার আগেই দু'টি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন দীপিকা। শুধু লিখেছিলেন, 'আর কিছুই নয়, বাছা আমার পার্টি করতে চাইছে।'

হবু সন্তানের উল্লেখ করে এমন পোস্ট আর বেগুনি শাড়িতে নিজের বেবি বাম্প আগলে রাখার ছবি ভক্তদের দারুণ আনন্দ দিয়েছে তা বলতেই হয়। কমেন্টস বক্সে পড়েছে অনেক মন্তব্য। বেশির ভাগই আদরের ইমোজিতে ভরপুর। এই মন্তব্য বাক্সেই নিজের কথা জানিয়েছেন রণবীর। তিনি লিখেছেন, 'আরে... আমার জন্মদিনের সুন্দর উপহার! তোমাকে ভালোবাসি।'

ভক্তরাও এই পোস্টে রণবীরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তার জন্মদিনের পাশাপাশি আগামীতে তার বাবা হওয়াকেও স্বাগত জানিয়েছেন তারা। অনেকেই লিখেছেন, রণবীর একজন দারুণ স্বামী, এবার অসাধারণ বাবা হয়ে উঠবেন।

ভালোবাসার থেকে নিষ্ঠুর কিছু হয় না : কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রয়াত জওয়ান অংশুমান সিংয়ের বিধবা স্ত্রীর পদক গ্রহণের একটি ছবি সম্প্রতি ভাইরাল হয়। আর তা দেখে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ভারতীয় অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। সেই ছবি দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী। সামাজিক মাধ্যমে ছবিটি শেয়ার করে লিখেছেন- ভালোবাসা কতটা নিষ্ঠুর হয়।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, অংশুমান সিংয়ের বিধবা স্ত্রীর পদক গ্রহণের দিনেই ছবিটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ছবিতে দেখা যায়, প্রয়াত অংশুমান সিংয়ের স্ত্রী তার হয়ে পদক গ্রহণ করছেন। এই ছবিটি পোস্ট করে কঙ্গনা রানাওয়াত লেখেন, 'অনেক সৈনিকরা তাদের জীবন এই দেশের জন্য দিয়ে দেন। গতকাল তাদের পুরস্কৃত করা হল। সেখানে অংশুমানের স্ত্রীর পুরস্কার গ্রহণের ছবিটি দেখে মানুষের চোখে জল এসে গেছে।'

একইসঙ্গে তিনি লেখেন, 'ও এখনও ওর স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসে। এই পদক বুকে নিয়ে ও কেঁদে ফেলেছিল, যার দৃশ্য আমায় এখনও কষ্ট দিচ্ছে। ভালোবাসা সহজ নয়, বরং ভালোবাসার থেকে নিষ্ঠুর কিছু হয় না।' এদিন ক্যাপ্টেন অংশুমান সিংকে মরণোত্তর কীর্তি চক্র পুরস্কার দেওয়া হয় যা গ্রহণ করেন তার স্ত্রী। সাম্প্রতিক একটি অগ্নিকাণ্ডে তার এক সহকর্মীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাকে। উল্লেখ্য, কীর্তি চক্র পুরস্কার ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শান্তির বীর পুরস্কার।

আমি গরিব নই : নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির অসংখ্য অনুরাগী। অনেকেই জানেন, অভিনয়ে আসার আগে নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করতেন অভিনেতা। তার ভক্তদের ধারণা, নওয়াজ দরিদ্র পরিবারের ছেলে। কিন্তু এমনটা মোটেও সত্যি নয়। সম্প্রতি এ কথা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন নওয়াজ নিজেই। নওয়াজ বলেছেন, তার পরিবারে তেমন কোনও অভাব ছিল না। স্বেচ্ছায় তিনি নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে অনেকেই ভাবতেন তিনি দরিদ্র পরিবারের ছেলে। নওয়াজ বলেছেন, আমার মুখটা আসলে এমন! কিন্তু গরিব আমি ছিলাম না। পরিবারের থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে চাইতেন না বলেই তিনি নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন নওয়াজ। তিনি বলেন, পরিবার সব সময়ই সচ্ছল ছিল। অল্প কিছু টাকা পয়সা ছিল আমাদের। কিন্তু পরিবার থেকে আমি টাকা নিতে চাইতাম না। আমি ওদের না জানিয়েই নিজের ইচ্ছেয় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতাম। বাবা-মা আমায় আর্থিক ভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিলেন। ওঁরা অবাক হতেন আমি টাকা নিই না বলে, কারণ ওঁরা জানতেন না যে, আমি একটা কাজ করি। অভিনয়ে আসার পর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি নওয়াজকে। বড় পর্দার পাশাপাশি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও কাজ করছেন অভিনেতা। এমনকি বড় বাজেটের ছবির সঙ্গে ছোট বাজেটের ছবিও তিনি করেন। কীভাবে এত কাজে সমতা রাখেন, তা নিয়েও কথা বলেছেন অভিনেতা। তাঁর কথায়, আমি সব সময় সব কিছুকে নিয়ে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করি। কোনও ছবি করার পরে সেটি নিজেই ভাল করে খুঁটিয়ে দেখি। ছবিগুলি নিয়ে ভাবি। একটি বড় বাজেটের ছবি করার পরে তিন-চারটে ছোট বাজেটের ছবি করি। ছোট বাজেটের ছবিতে হয়তো বেশি টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু সমতা রাখা তো দরকার! ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এই ভাবেই আমি ছবি করছি। এখনও তাই করছি।

সোনাক্ষীর পাশে দাঁড়ালেন মুকেশ খান্না

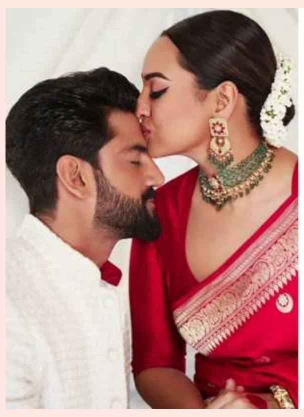

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিনধর্মে বিয়ে করে ট্রোলের শিকার হচ্ছেন সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল। এমনকি শোনা যাচ্ছে, এই বিয়েতে সম্মতি ছিল না শত্রুঘ্ন সিনহা ও তার পরিবারের। এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মুকেশ খান্না।

মূলত ভিনধর্মে বিয়ে প্রসঙ্গে সোনাক্ষীর পাশে দাঁড়ালেন মুকেশ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "সোনাক্ষী ও জাহিরের বিয়েটাকে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন না। সোনাক্ষী হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। বিয়ের আগে তারা ৬-৭ বছর সম্পর্কে ছিলেন। মানুষ এটাকে লাভ জিহাদ বলছেন। যখন জোর করে কোনও মেয়েকে বিয়ে করা হয়, সেটাকে লাভ জিহাদ বলে।"

ভিনধর্মে বিয়ে প্রসঙ্গে অভিনেতা আরও বলেন, "হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে কি বিয়ে হয় না? আমাদের সময়ও অনেকে ভিনধর্মে বিয়ে করেছেন এবং তারা সুখেই আছেন। এটা একটা পারিবারিক বিষয়।"

যদিও সোনাক্ষীর বিয়েতে তার ভাই লাভ সিনহার অনুপস্থিতি চোখ এড়ায়নি নেটাগরিকদের। তাদের প্রশ্ন, বিয়েতে সম্মতি নেই বলেই কি তিনি অনুপস্থিত ছিলেন? এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, "এসব নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বিয়ে নিয়ে আর পাঁচটা পরিবারে যা হয়, আমাদেরও তা-ই হয়েছে।"

উল্লেখ্য, ২৩ জুন জাহিরকে বিয়ে করেন সোনাক্ষী। বিয়ের রিসেপশনে উপস্থিত ছিলেন রেখা, সালমান খান, রিচা চাড্ডা, আলি ফজল, অদিতি রাও হায়দারি, সিদ্ধার্থ প্রমুখ।

প্রেক্ষাগৃহে আসছে না অজয়-টাবুর সিনেমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘটা করেই মুক্তির ঘোষণা এসেছিল বলিউডি তারকা শিল্পী অজয় দেবগন এবং টাবু অভিনীত 'অরোঁ মে কহাঁ দম থা' সিনেমাটির। কিন্তু হঠাৎ করে জানা গেছে, সিনেমাটি এখনই প্রেক্ষাগৃহে আসছে না।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, পরিচালক নীরজ পান্ডে ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন, আগের ঘোষণা অনুযায়ী 'অরোঁ মে কহাঁ দম থা' শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে না। প্রদর্শক ও পরিবেশকদের অনুরোধে' সিনেমার মুক্তি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রযোজনা সংস্থা এনএইচ স্টুডিওজ থেকেও ইনস্টাগ্রামে বলা হয়েছে, "প্রিয় বন্ধুরা, প্রদর্শক এবং পরিবেশকদের অনুরোধে, আমরা যৌথভাবে 'অরোঁ মে কহাঁ দম থা' চলচ্চিত্রের মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিগগিরই নতুন মুক্তির তারিখ জানানো হবে। আমাদের সাথেই থাকুন।"

এই সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় দুই রোমান্টিক চরিত্রে দেখা যাবে অজয় এবং টাবুকে। তিন দশক আগে 'বিজয়পথ' সিনেমায় প্রথম জুটি বেঁধেছিলেন তারা।

মূলত দুটি মানুষের সম্পর্কের গল্প বলবে এই সিনেমা। কিছুদিন আগে প্রকাশ হয়েছে সিনেমার ট্রেইলার, যা শুরু হয়েছে অজয়ের কণ্ঠ দিয়ে। ভিডিওতে অজয়ের চরিত্র 'কৃষ্ণ' বলছে, কেউ তার ভালোবাসার মানুষকে তার জীবন থেকে আলাদা করতে পারবে না। ভিডিওতে আরো দেখা যাচ্ছে অজয় তার ২২ বছরের জেল জীবন শেষে বের হয়ে টাবুর সঙ্গে দেখা করেন।

মূলত অ্যাকশন ও থ্রিলারধর্মী সিনেমা বানানোর জন্য নীরজ পরিচিত একজন পরিচালক। কিন্তু এবার সেই নির্মাতাই নিয়ে আসছেন প্রেমের সিনেমা। তিনি বলেন, "এই সিনেমার সারমর্ম হল, প্রেমের কোনো বয়স নেই। একটি প্রেম কীভাবে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে সেই অনন্য গল্প দেখনো হয়েছে এই সিনেমায়।"

সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন জিমি শেরগিল এবং সায়াজি শিন্ডে। সংগীতায়োজন করেছেন অস্কার বিজয়ী সুরকার এম এম ক্রিম।

আবেগী পোস্টে ফুটবলকে বিদায় জানালেন ক্রুস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে জার্মানির বিদায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে টনি ক্রুসের ফুটবল ক্যারিয়ার। বর্তমান তারকা ফুটবলার থেকে হয়ে গেছেন তিনি সাবেক। তারপরও যেন কিছু একটা বাকি ছিল। সেই আনুষ্ঠানিকতাও এবার সারা হলো। আবেগঘন বার্তায় ক্রুস বললেন, 'বিদায়'।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে আগেও অবশ্য একবার অবসর নিয়েছিলেন ক্রুস। তবে দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যর্থ পথচলার পর পালাবদলের মধ্য দিয়ে যাওয়া দলের প্রয়োজনে এবং কোচের অনুরোধে অবসর ভেঙে ফেরেন তিনি। লক্ষ্য ছিল এবারের ইউরো।

ক্যারিয়ারে অনেক ট্রফি জিতলেও, ইউরোয় শিরোপার স্বাদ কখনও পাননি তিনি। আসরের শুরুতে দারুণ পারফরম্যান্সে আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত সেই অপেক্ষা আর কাটেনি ক্রুসের; স্পেনের বিপক্ষে কোয়ার্টার-ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছে জার্মানি। সেই সঙ্গে পুরোপুরি চুকে গেছে ক্রুসের ফুটবল অধ্যায়।

গত মাসে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ক্লাব ফুটবলের ইতি টানেন ৩৪ বছর বয়সী ক্রুস। এবার শেষ হলো আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ার। স্পেনের বিপক্ষে ক্যারিয়ারে শেষ ম্যাচ খেলার দুই দিন পর ইনস্টাগ্রামে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন জীবনে পা রাখলেন তিনি।

তিনি জানান, "তো, এই পর্যন্তই। তবে বিরতি নেওয়ার এবং গত ১৭ বছরে কী হয়েছে তা অনুধাবন করার আগে, আমাকে আমার মতো করে গ্রহণ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর এই সুযোগ হারাতে চাই না।"

২০১৪ সালে জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ইতিহাসের সেরা মিডফিল্ডারদের একজন ক্রুস ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার সাফল্যের সঙ্গে জুড়ে থাকা সবাইকে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সমর্থক, ক্লাব, কোচ, বন্ধু এবং পরিবারের সবাইকে।

ক্লাব ক্যারিয়ারে অসংখ্য ট্রফি জিতেছেন ক্রুস। ইউরোপের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্লাব প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন তিনি মোট ছয়বার- বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে একবার, রিয়ালের জার্সিতে পাঁচবার।

বায়ার্নের হয়ে ওই একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও তিনটি বুন্ডেসলিগা ছাড়াও আরও অনেক শিরোপা জিতেছেন তিনি। এরপর রিয়ালের হয়ে লিগ শিরোপা জিতেছেন চারবার, সঙ্গে আছে আরও অনেক ট্রফি। তার সাফল্যে ভরপুর ক্যারিয়ারের শেষটা হলো জাতীয় দলের হয়ে ১১৪ ম্যাচ খেলার মধ্য দিয়ে।

বিদায়ী বার্তার শেষটা ক্রুস টেনেছেন ফুটবলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, "ধন্যবাদ ফুটবল! তুমি সুন্দর এক খেলা এবং তোমাকে স্বাগত। বিদায়।"

রেসলিংকে বিদায় জানালেন জন সিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেসলিংকে বিদায় জানালেন ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন জন সিনা। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ২২ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন তিনি।

শনিবার টরন্টোর স্কোটিয়াব্যাঙ্ক অ্যারেনায় ডব্লিউডব্লিউই এর মানি ইন দ্য ব্যাংকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ৪৭ বছর বয়সি সিনা।

এ সময় জন সিনা বলেন, বিদায়ের জন্য এটি 'নিখুঁত' জায়গা। এখন সময় শেষ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেসলিং মাঠে জন সিনা একটি ছোট টাওয়াল দেখাতেন যাতে লেখা, 'কখনও হাল ছাড়বেন না'।

এদিন জন সিনা এমন একটি শার্ট গায়ে জড়িয়েছেন যাতে লেখা ছিল 'দ্য লাস্ট টাইম ইজ নাউ ট্যুর এবং জন সিনা ফেয়ারওয়েল'। তবে ক্যারিয়ারকে গুডবাই জানালেও আগামী বছরের রয়্যাল রাম্বল, এলিমিনেশন চেম্বার এবং রেসেলম্যানিয়ায় শেষবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি এবং সেটিই হবে তার চূড়ান্ত বিদায়ী ইভেন্ট।

২০০২ সালে রেসলিংয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে জন সিনার। এরপর দ্রুত ভক্তদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। তর্কাতীতভাবে, জন সিনাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডব্লিউডব্লিউই সুপারস্টার বলা হয়। তার ক্যারিয়ারে বিখ্যাত দুটি ম্যাচ ছিল ২০১১ এবং ২০১২ সালের রেসেলম্যানিয়া ইভেন্টে, যে দুটিই ডোয়াইন 'দ্য রক' জনসনের বিপক্ষে খেলেছিলেন। প্রথমটিতে হেরে গেলেও দ্বিতীয়টিতে জয় পেয়েছিলেন তিনি।

রেসলিং ছাড়াও হলিউড মুভিতে অভিষেক হয়েছে তার। অভিনয়ে নাম লেখানোর সুবাদে জন সিনা গত পাঁচ বছরে পার্টটাইম পারফমার বনে গেছেন।

বুমরাহকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য স্বীকৃতি দিতে রাজি কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাসপ্রিত বুমরাহ গত কয়েক বছরে যেভাবে বোলিং করে যাচ্ছেন, তাকে বোলারদের মধ্যে আলাদা অবস্থানেই রাখা হয়। এত ভালো কীভাবে করা যায়, তা ভেবে মুগ্ধ হয়েছেন অগণিত দর্শকেরা। বুমরাহকে অষ্টম আশ্চর্য করা যায় কিনা, বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমন প্রশ্নই চলে আসে বিরাট কোহলির সামনে। কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার তখনই বলে দেন, তিনি রাজি আছেন।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেখানে সঞ্চালক গৌরভ কাপুর এক সময় বলেন, বুমরাহকে অষ্টম আশ্চর্য ও জাতীয় সম্পদ করতে পিটিশন করলে কেমন হয়। টিটোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক কোহলি বলেন, 'আমি এখনই পিটিশনে স্বাক্ষর দিব।'

এর আগে বিশ্বকাপ জয়ের পরের কয়েকদিনের অনুভূতি সম্পর্কে কোহলির কাছে প্রথমে জানতে চাওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের উদযাপনের দিনটি জীবনে কখনোই ভুলবেন না জানান তিনি। কথার এক পর্যায়ে এরপর নিজে থেকেই বুমরাহকে টেনে এনে তিনি বলেন, 'সবাই যা করলে আমি পছন্দ করবো তা হচ্ছে একজন মানুষের জন্য হাততালি দিতে হবে, যে আমাদের টুর্নামেন্টে খেলায় ফিরিয়ে এনেছে বারবার। সে যা করেছে ওই শেষ পাঁচ ওভারে, পাঁচ ওভারের মধ্যে দুই ওভার বোলিং করে, দুর্দান্ত। একটা বড় হাততালি হোক জাসপ্রিত বুমরাহর জন্য, প্লিজ।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরে বুমরাহ ১৫ উইকেট নিয়ে হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়। তাকে নিয়ে ফাইনালের ম্যাচসেরা কোহলি আরও বলেন, 'বুমরাহর মতো বোলার কোনো প্রজন্মে একবার আসে এবং আমরা খুব খুশি যে সে আমাদের দলে খেলে।'

ফাইনালে শেষ পাঁচ ওভারে হাতে ছয় উইকেট রেখে ৩০ রানের সমীকরণে চলে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের ঘরে উঁকি দেওয়া হার সত্যি প্রবেশ করলে ৫৯ বলে ৭৬ রান করা কোহলিকে হয়তো দাঁড়াতে হতো কাঠগড়ায়। কিন্তু ডেথ ওভারে দুই ওভার করে মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুড়িয়ে দেন বুমরাহ। এরপর হার্দিক পান্ডিয়া ও আর্শদীপ সিংয়ের কার্যকরী বোলিংয়ে ভারত জিতে যায় ৭ রানে।

সবমিলিয়ে কুড়ি ওভারের ২০২৪ সালের বৈশ্বিক আসরটিতে বুমরাহর ইকোনমি ছিল মাত্র ৪.১৮। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের বিশ্বকাপে আর কোন আসরে এত কম ইকোনমিতে কেউ বোলিং করেননি। মুম্বাইয়ে উদযাপনের উপলক্ষে দুর্দান্ত বুমরাহ বলেন, 'সাধারণত আমি কখনোই ম্যাচের পর কাঁদি না। কিন্তু বিশ্বকাপ জিতে, আমার ছেলেকে দেখে, আমি (ফাইনালের দিন) কেঁদেছি দু-তিনবার।'

গতকাল সকালে বার্বাডোজ থেকে দেশে ফিরেছে ভারত। এরপর দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক শেষে রোহিত শর্মার দল বিজয় মিছিলে নেমেছিল। মেরিন ড্রাইভে অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতিতে ছাদখোলা বাসে উৎসবে মেতে উঠেন তারা। এরপর কানায় কানায় পূর্ণ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে আবার জানিয়েছেন বিশ্বজয়ের অনুভূতি।

ধোনির জন্মদিনের কেক খেতে মাঝরাতে হাজির সালমান খান

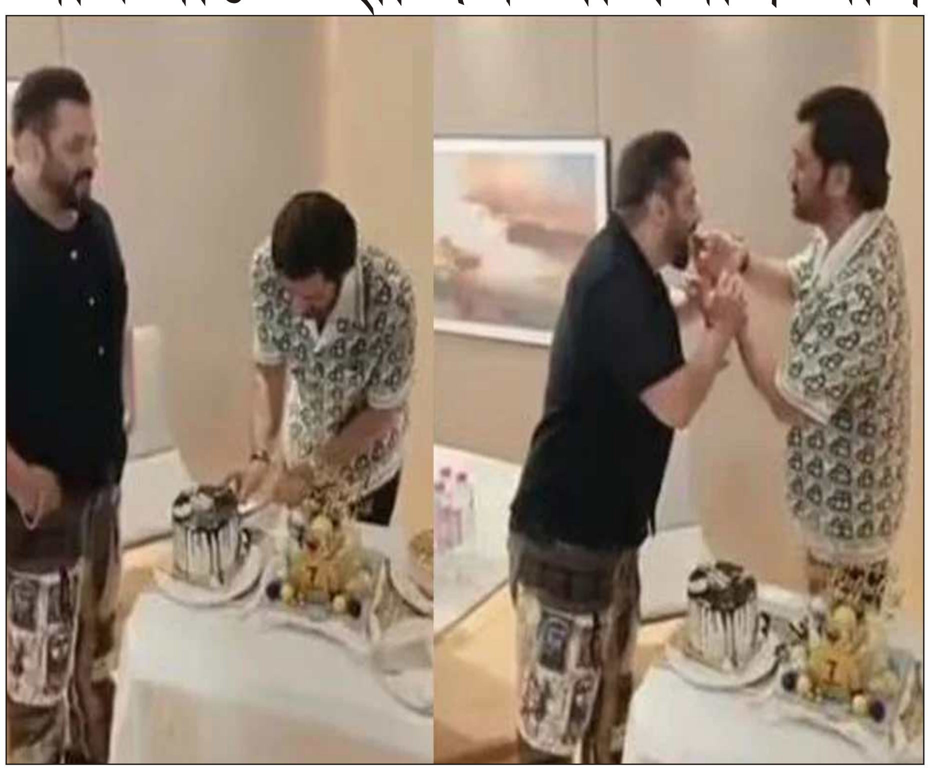

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৪৩ বছরে পা দিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। আর তার এই বিশেষ দিনটিকে আরও মধুর করতে হাজির হলেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান। শনিবার মধ্যরাতে স্ত্রী সাক্ষী এবং সালমানের উপস্থিতিতে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেন ধোনি। অনন্ত আম্বানী এবং রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুম্বাইয়ে আছেন ধোনি। আর এই অনুষ্ঠানের মাঝেই নিজের জন্মদিন পালন করলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

বলিউডের সুপারস্টার সালমান খান ক্রিকেটার ধোনির খুব ভালো বন্ধু। তাই বন্ধুর জন্মদিনে পাশে থাকতে ভুল করেননি ভাইজান। আর তার উপস্থিতিতে মধ্যরাতেই কেক কাটেন মাহি। সেই কেক তিনি প্রথমে খাইয়ে দেন স্ত্রীকে এবং তারপর বন্ধু সালমানকে। সালমান ইনস্টাগ্রামে নিজের এবং ধোনির একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে ধোনিকে কেক কাটতে দেখা গিয়েছে। ক্যাপশনে সালমান লিখেছেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে কাপ্তান সাহেব!'

আর যে ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, সেখানে সালমান খান এবং সাক্ষী ধোনির পাশে দাঁড়িয়ে তারকা ক্রিকেটারকে কেক কাটতে দেখা গিয়েছে। সাক্ষীকে তো আবার ধোনির পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেও দেখা গিয়েছে। ধোনি মজা করে আবার আশীর্বাদও করেছেন। প্রসঙ্গত, সালমান খান, মহেন্দ্র সিং ধোনি, এবং অন্যান্য বলিউড এবং ক্রীড়া জগতের সেলিব্রেটিরা অনন্ত আম্বানী ও রাধিকা মার্চেন্টের গ্র্যান্ড সঙ্গীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই এক ফাঁকে ধোনির জন্মদিন সেলিব্রেট করেন ভাইজান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও, ধোনি এখনও আইপিএল খেলছেন। গত মৌসুমেই ছেড়ে দিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের নেতৃত্ব। তার অবসর নিয়ে জল্পনা চললেও, বিষয়টি নিয়ে ধোনি নিজে এখনও মুখ খোলেননি। চেন্নাই কর্তৃপক্ষের আশা, ২০২৫ সালেও খেলবেন মাহি। তবে সবটাই নির্ভর করছে ধোনির ফিটনেসের উপর। হাঁটুর চোট নিয়ে ভুগছিলেন মাহি। সেটা না কমলে আদৌ তিনি পরের মৌসুমে খেলবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

স্পেনের বিস্ময়বালক ইয়ামাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কোচ থেকে খেলোয়াড়, গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শক সবাই সিরিয়াস। পা হটকালেই অঘটন, বিপদের শঙ্কা। এমন মুহূর্তেও বাচ্চামি! কে আগে পানি পান করবেন, এ নিয়ে নিক উইলিয়ামসন ও লামিন ইয়ামালের 'রক-পেপার-সিজার'

খেলা। ওদের দেখে সাধ্য কার 'মৃত্যুকূপে' দাঁড়িয়েও মজা করা যায়। ইয়ামালের বয়স সবে ষোলো। তাতেই প্রতিপক্ষের হাপিত্যেশ! চক্ষু ছানাবড়া পারফর্মে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন স্প্যানিশ রাইট উইঙ্গার। ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষেও গড়েছেন রেকর্ড। অপেক্ষমাণ আরও কয়েকটি।

গত শুক্রবার জার্মানের বিপক্ষে ডু অর ডাই ম্যাচে দানি অলমোরের গোলে ভূমিকা ছিল ইয়ামালের। এই সহায়তা তাকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। ইউরোর এক আসরে চতুর্থ স্প্যানিশ ফুটবলার হিসেবে সর্বোচ্চ তিনটি অ্যাসিস্টের কীর্তি বার্সেলোনা সুপারস্টারের। ২০০৮ সালে এই কীর্তি গড়েন সেস ফাব্রেগাস, ২০১২ সালে ডেভিড সিলভা এবং ২০২১ সালে দানি অলমো।

জার্মানের বিদায়ি ম্যাচে আরেকটি রেকর্ড গড়েন ইয়ামাল। ১৯৯৬ সালের পর ইউরো কিংবা বিশ্বকাপের এক আসরে তিন বা তার বেশি গোলে সহায়তা করা প্রথম টিনেজার তিনি। তাতে ভাঙে ২০ বছরের রেকর্ড। ২০০৪ ইউরোতে ২ অ্যাসিস্ট করেছিলেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের বয়স তখন ছিল ১৯ বছর। অর্থাৎ রোনালদোকেও ছাড়িয়ে গেছেন ইয়ামাল।

ইউরোতে প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই রেকর্ড গড়েন ইয়ামাল। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে কজলভস্কির রেকর্ড নিজের করে নেন তিনি। ২০২১ ইউরোতে পোল্যান্ড তারকা খেলেছিলেন ১৭ বছর ২৪৬ দিন বয়সে। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার পাশাপাশি কয়েকটি রেকর্ডের দ্বারপ্রান্তে তিনি। চলতি আসরে যদি কোনো স্কোর করতে পারেন, তবে তিনি ইউরোর ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করা ফুটবলার হবেন। বর্তমানে এ রেকর্ডধারী হচ্ছেন সুইজারল্যান্ডের ইয়োহান ভলনানথেন। ২০০৪ সালে ১৮ বছর ১৪০ দিন বয়সে গোল করেছিলেন তিনি।

ফ্রান্সকে হারিয়ে স্পেন যদি ফাইনালে ওঠে এবং শিরোপার মঞ্চে ইয়ামাল খেলেন, তবে এই প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলা সবচেয়ে কম বয়সি খেলোয়াড় হবেন তিনি। ইউরোর ফাইনাল ১৪ জুলাই। ঠিক তার আগের দিন ১৭ বছরে পা দেবেন ইয়ামাল। এর আগে সবচেয়ে কম বয়সি ফুটবলার হিসেবে ফাইনাল খেলে রেকর্ড গড়েছেন পর্তুগালের রেনাতো সানচেজ। তিনি ১৮ বছর ১১ মাস বয়সে ফাইনাল খেলেছিলেন।

শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ সনাথ জয়াসুরিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়ানডের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দলের এমন বাজে পারফরম্যান্সের পর সম্প্রতি লঙ্কানদের প্রধান কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান ক্রিস সিলভারউড। তার জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পেলেন সনাথ জয়াসুরিয়া। আগামী দুই সিরিজের জন্য আপাতত তার সঙ্গে চুক্তি করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)।

চলতি মাসের শেষের দিকে শ্রীলঙ্কা সফর করবে ভারত। তাদের বিপক্ষে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে ম্যাচ খেলবে লঙ্কানরা। এ সিরিজই হবে জয়াসুরিয়ার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টেস্ট খেলবে তারা। এ দুই সিরিজেই প্রধান কোচের ভূমিকা পালন করবেন জয়াসুরিয়া। এরপর তার পারফরম্যান্স বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করবে এসএলসি।

এর আগেও শ্রীলঙ্কা দলের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা আছে জয়াসুরিয়ার। সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের পরামর্শক হিসেবে ছিলেন তিনি। এর আগে শ্রীলঙ্কার হাই পারফরম্যান্স দলের সঙ্গে কাজ করেছেন। এর আগে জাতীয় দলের নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

কোচিং ক্যারিয়ারে সেভাবে সমৃদ্ধ না হলেও ক্রিকেট ক্যারিয়ারে বেশ সফল ছিলেন জয়সুরিয়া। লঙ্কানদের হয়ে ১১০ টেস্ট, ৪৪৫ ওয়ানডে ও ৩১টি টি-টোয়েন্টিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২১ হাজারের বেশি রান ও ৪৪০ উইকেট শিকার করেন ৫৫ বছর বয়সি সাবেক এই অলরাউন্ডার। ১৯৯৬ সালে লঙ্কানদের হয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল এ কিংবদন্তির।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR